দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গণহারে শিক্ষাছুটি প্রদান ও কর্তব্য অবহেলা কাম্য নয়

ইত্তেফাকের এক সাম্প্রতিক খবরে বলা হইয়াছে, দেশের ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার শিক্ষক কর্মস্থলে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষকই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মোট শিক্ষকের ২০ ভাগ শিক্ষাছুটি পাওয়ার কথা। ইহার বেশি শিক্ষককে এ ধরনের ছুটি দেওয়ার কোন নিয়ম নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিধান অনুসৃত হইতেছে না। কেন অনুসৃত হয় না তাহা বিশ্ববিদ্যালয় যাহারা চালান, তাহারাই জানেন। এদিকে মাসের পর মাস শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে ব্যাহত হইতেছে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার করিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়ম লংঘন করিয়া ইচ্ছামত ছুটি নেওয়া হইতেছে। আমরা মনে করি যাহারা ছুটি নিয়া বৎসরের পর বৎসর অনুপস্থিত থাকিতেছেন কিংবা নির্দেশ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষকতায় যোগদান করিতেছেন না, তাহাদের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণে কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার সুষ্ঠু ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানাইয়া আসিতেছি আমরা বরাবরই। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নমুখী হইতে হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছে তাহাও অবিদিত নয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষকই যদি ছুটিতে থাকেন কিংবা ছুটিতে না থাকিয়াও ক্লাস কামাই করেন, তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে কাহাদের কাছে? দিনের পর দিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকট চলিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করার সুযোগ না পাইয়া ক্যাম্পাসে অলস সময় কাটাইতেছে। শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশে যাওয়া, বিদেশে অবস্থান করা– সবই ঠিক আছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থেই, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন যাহাই বলুক, পাঁচ কিংবা সাত ভাগের বেশি শিক্ষককে বাহিরে যাইতে দেওয়া ঠিক নয়। প্রয়োজনে ১৯৭৩ সালের এই অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধন এবং সংযোজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরো এক কথা, অনেক শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে বিদেশ গিয়া আর ফিরিয়া আসেন না। কেহবা আবার দেশে ফিরিয়া সরাসরি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ইহা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি হইল, একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক বিধিবহির্ভূতভাবে ছুটি কাটাইতেছেন কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম জব বা এনজিও ফার্মে কনসালটেন্সি লাইয়া ব্যস্ত আছেন, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রাজনীতির পক্ষ-পুটে থাকিয়া বহু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী নানা অনাচার ও দুর্ভাগ্য চালাইয়া যাইতেছে। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাবা হয় বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণের সমুদ্র হিসাবে। বিশ্ববিদ্যালয় মূলত: গবেষণার কেন্দ্র। বিদেশে নানা বিষয়ে থিংক-ট্যাঙ্কগুলি সাধারণত: গড়িয়া উঠে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু গবেষণা ও জ্ঞানার্জন মূল উপজীব্য বিষয় না হওয়ায় দেশের ৯৯ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিণত হইয়াছে শুধু ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান হিসাবে।

সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন, তাহার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া উপরোল্লিখিত সংকট অচিরেই নিরসন করিতে হইবে। যাহারা অননুমোদিত ছুটিতে আছেন, তাহাদের একাডেমিক কাজে ফিরাইয়া আনার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় মোটেও। অনেক শিক্ষক আছেন যাহারা একাডেমিক কাজ ফেলিয়া কেবল দলবাজি, বক্তৃতাবাজি ও কনসালট্যান্সি করার কাজে বেশি ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাহাদের সম্পর্কেও আমরা বলি, আগে নিজের আবশ্যিক কর্তব্যটুকু সঠিকভাবে প্রতিপালন করুন। ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক সময় প্রদান না করিলে দেশবাসী উপযুক্ত, দক্ষ ও সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত জনশক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমরা জানি, বিদেশ গমনকারী শিক্ষকগণ বৈতনিক, অবৈতনিকসহ বিভিন্নভাবে সর্বোচ্চ চার বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাছুটি পাইয়া থাকেন। এই পাওনা ছুটির বাহিরে কেহ অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করিলে আইন অনুযায়ী তাহাকে সমপরিমাণ সময় চাকরি করার পর অব্যাহতি নিতে হইবে। এ সময় গৃহীত সমুদয় অর্থও তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। তাই আইন কেবল খাতা-কলমে থাকিলেই চলিবে না, তাহার বাস্তব প্রয়োগও চাই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতায় কিংবা কাহারো দায়িত্বহীনতা ও অবহেলায় কোনভাবে যাহাতে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য আমরা সরকারের প্রতি আহবান জানাই।